الزَّكوة, صَدَقَة, نَفقَة

যাকাত, সাদাকাহ ও নাফাকাহ

আসসালামুআলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু **'যাকাত, সাদাকাহ ও নাফাকাহ'। যাকাত, সাদাকাহ ও নাফাকাহ**

'যাকাত' অর্থ: ‘‘ধনীর সম্পদে গরিবের অধিকার’’।

'সাদাকাহ' অর্থ: ‘‘দান করা’’।

'নাফাকাহ' অর্থ:’’ব্যয় করা’’।

যাকাত, সাদাকাহ ও নাফাকাহ সংক্রান্ত আয়াত সংখ্যা পবিত্র কুরআন মজীদে ১০৭ টি। এখানে কিছু আয়াত ও কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো-

পবিত্র কুরআনুল কারীমের আল্লাহু ইরশাদ করেন:

১। ধনীর সম্পদের কাদের হক-

إِنَّمَا اَلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَاَلْمَسَاكِينِ وَاَلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَاَلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى اَلرِّقَابِ وَاَلْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اَللَّهِ وَاَبْنِ اَلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اَللَّهِ وَاَللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

সাদাকা তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও তৎসংশিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাহাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাহাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণ ভারাক্রান্তদের, আলাহ্র পথে ও মুসাফিরদেও জন্য । ইহা আলাহ্র বিধান । আলাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় । সূরা আত তাওবা ৯ঃ ৬০

২। ইহার (যাকাত গ্রহণ) দ্বারা তুমি উহাদেরকে (মুমিনদেরকে) পবিত্র করিবে ও পরিশোধিত করিবে।

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاَللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

To learn more click here

উহাদের সম্পদ হইতে 'সাদাকা' গ্রহণ করিবে। ইহার দ্বারা তুমি উহাদেরকে পবিত্র করিবে এবং পরিশোধিত করিবে। তুমি উহাদেরকে দু'আ করিবে। তোমার দু'আ তো উহাদের জন্য চিত্ত স্বস্তি কর। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। সূরা আত তাওবা ৯ঃ ১০৩

৩। তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত দাও।

وَأَقِيمُواْ اَلصَّلاَةَ وَآتُواْ اَلزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُواْ لأَنْفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اَللهِ إِنَّ اَللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত দাও। তোমরা উত্তম কাজের যাহা কিছু নিজেদের জন্য পূর্বে প্রেরন করিবে আল্লাহর নিকট তাহা পাইবে। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহার দ্রষ্টা। সূরা আল বাকারা ২ঃ ১১০

৪। কে সে, যে আল্লাহকে কর্জে হাসানা (উত্তম ঋণ অর্থাৎ যাকাত ও সাদাকাহ) প্রদান করিবে? তিনি তাহার জন্য ইহা বহুগুণে বৃদ্ধি করিবেন।

مَّن ذَا اَلَّذِى يُقْرِضُ اَللهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً وَاَللهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

কে সে, যে আল্লাহকে করযে হাসানা প্রদান করিবে ? তিনি তাহার জন্য ইহা বহুগুণে বৃদ্ধি করিবেন। আর আলাহ্ সংকুচিত ও সম্প্রসারিত করেন এবং তাঁহার পানেই তোমরা প্রত্যানীত হইবে। সূরা আল বাকারা ২ঃ ২৪৫

৫। হে মু'মিনগণ! দানের (যাকাত, সাদাকাহ) কথা বলিয়া বেড়াইয়া ও কষ্ট দিয়া তোমরা তোমাদের দানকে ঐ ব্যক্তির ন্যায় নিষ্ফল করিও না, যে নিজের ধন-সম্পদ লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করিয়া থাকে এবং আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান রাখে না।

يٰأَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِاَلْمَنِّ وَالأَذَىٰ كَاَلَّذِى يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ اَلنَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاَللهِ وَاَلْيَوْمِ الآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً لاَّ يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُواْ وَاَللهُ لاَ يَهْدِى اَلْقَوْمَ اَلْكَافِرِينَ ﴿٢٦٤﴾

To learn more click here

হে মু'মিনগণ! দানের কথা বলিয়া বেড়াইয়া এবং কষ্ট দিয়া তোমরা তোমাদের দানকে ঐ ব্যক্তির ন্যায় নিষ্ফল করিও না, যে নিজের ধনসম্পদ লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করিয়া থাকে এবং আলাহ্ ও আখিরাতে ঈমান রাখে না। তাহার উপমা একটি মসৃণ পাথর-যাহার উপর কিছু মাটি থাকে; অতঃপর উহার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত উহাকে পরিষ্কার করিয়া রাখিয়া দেয়। যাহা তাহারা উপার্জন করিয়াছে তাহার কিছুই তাহারা তাহাদের কাজে লাগাইতে সক্ষম হইবে না। আল্লাহ্ কাফির সম্প্রদায়কে সতপথে পরিচালিত করেন না। সূরা আল বাকারা ২ঃ ২৬৪

৬। তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান করো তবে উহা ভালো, আর যদি তাহা গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তকে দান করো তাহা তোমাদের জন্য আরো ভালো।

إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِىَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٧١﴾

তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান কর তবে উহা ভাল ; আর যদি তাহা গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তকে দান কর তাহা তোমাদের জন্য আরও ভাল ; এবং তিনি তোমাদের কিছু কিছু পাপ মোচন করিবেন; তোমরা যাহা কর আলাহ্ তাহা সম্যক অবহিত। সূরা আল বাকারা ২ঃ ২৭১

৭। যাহারা নিজেদের ধনৈশ্বর্য রাত্রে ও দিবসে, গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তাহাদের পুন্য ফল তাহাদের প্রতিপালকের নিকট রহিয়াছে।

ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرّاً وَعَلاَنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٤﴾

যাহারা নিজেদের ধনৈশ্বর্য রাত্রে ও দিবসে, গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তাহাদের পুণ্য ফল তাহাদের প্রতিপালকের নিকট রহিয়াছে, তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না। সূরা আল বাকারা ২ঃ ২৭৪

৮। যাহারা সচ্ছল ও ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে এবং যাহারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল; আল্লাহর সৎকর্মপরায়ণদের ভালোবাসেন।

To learn more click here

ٱلَّذِينَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَاظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللّٰهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

যাহারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে এবং যাহারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল; আল্লাহ্ সতকর্মপরায়ণদেরকে ভালবাসেন; সূরা আলে ইমরান ৩ঃ ১৩৪

৯। এবং যাহারা মানুষকে দেখাইবার জন্য তাহাদের ধন সম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে না আল্লাহ তাহাদের ভালোবাসেন না।

وَٱلَّذِينَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ رِئَـآءَ ٱلنَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُوْنَ بِٱللهِ وَلاَ بِٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ قَرِيناً فَسَآءَ قِرِيناً ﴿٣٨﴾

এবং যাহারা মানুষকে দেখাইবার জন্য তাহাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে এবং আলাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে না আলাহ্ তাহাদেরকে ভালবাসেন না। আর শয়তান কাহারও সঙ্গী হইলে সে সঙ্গী কত মন্দ! সূরা আন নিসা ৪ঃ ৩৮

১০। যাহারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জিভূত করে এবং উহা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না; যেদিন জাহান্নামের অগ্নিতে উহা উত্তপ্ত করা হইবে এবং উহা দ্বারা তাহাদের ললাট, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হইবে।

يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيراً مِّنَ ٱلأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللهِ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ ٱللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

হে মু'মিনগণ! পণ্ডিত এবং সংসার বিরাগীদের মধ্যে অনেকেই লোকের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করিয়া থাকে এবং লোককে আলাহর পথ হইতে নিবৃত্ত করে। আর যাহারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং উহা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না উহাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও। সূরা আত তাওবা ৯ঃ ৩৪

To learn more click here

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـٰذَا مَاكَنَزْتُمْ لِـأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَاكُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾

যেদিন জাহান্নামের অগ্নিতে উহা উত্তপ্ত করা হইবে এবং উহা দ্বারা তাহাদের ললাট, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হইবে সেদিন বলা হইবে, 'ইহাই উহা যাহা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করিতে । সুতরাং তোমরা যাহা পুঞ্জীভূত করিয়াছিলে তাহা আস্বাদন কর ।' সূরা আত তাওবা ৯ঃ ৩৫

১১। আমি তাহাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়াছি তাহা হইতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং যাহারা ভালো দ্বারা মন্দ দূরীভূত করে, ইহাদের জন্য শুভ পরিণাম।

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَأَنْفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرّاً وَعَلاَنِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُوْلَـٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَىٰ الدَّارِ ﴿٢٢﴾

এবং যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য ধৈর্য ধারণ করে, সালাত কায়েম করে, আমি তাহাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়াছি তাহা হইতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং যাহারা ভাল দ্বারা মন্দ দূরীভূত করে, ইহাদের জন্য শুভ পরিণাম- সূরা আর রা'দ ১৩ঃ ২২

১২। সেই সব লোক, যাহাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ হইতে এবং সালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান হইতে বিরত রাখে না।

رِجَالٌ لاَّ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلواةِ وَإِيتَآءِ الزَّكواةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾

সেইসব লোক, যাহাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আলাহর স্মরণ হইতে এবং সালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান হইতে বিরত রাখে না, তাহারা ভয় করে সেই দিনকে যেই দিন অনেক অন্তর ও দৃষ্টি বিপর্যস্ত হইয়া পড়িবে- সূরা আন নূর ২৪ঃ ৩৭

১৩। সুদ ধন সম্পদ বৃদ্ধি করে না। যে যাকাত তোমরা দিয়া থাক তাহাই বৃদ্ধি পায়।

وَمَآ آتَيْتُم مِّن رِّباً لِّيَرْبُوَ فِى أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُو عِندَ اللهِ وَمَآ آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

To learn more click here

মানুষের ধনে বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া তোমরা যে সুদ দিয়া থাক, আলাহ্‌র দৃষ্টিতে তাহা ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে না । কিন্তু আলাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে যাকাত তোমরা দিয়া থাক তাহাই বৃদ্ধি পায়; উহারাই সমৃদ্ধিশালী । সূরা আর রুম ৩০ঃ ৩৯

১৪। যাহারা আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করে, সালাত কায়েম করে, আমি তাহাদেরকে যে রিযিক দিয়াছি তাহা হইতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তাহারাই আশা করে এমন ব্যবসায়ের যাহার ক্ষয় নাই।

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرّاً وَعَلاَنِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

যাহারা আলাহ্‌র কিতাব তিলাওয়াত করে, সালাত কায়েম করে, আমি তাহাদেরকে যে রিযিক দিয়াছি তাহা হইতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তাহারাই আশা করে এমন ব্যবসায়ের, যাহার ক্ষয় নাই । সূরা ফাতির ৩৫ঃ ২৯

১৫। আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়াছি তোমরা তাহা হইতে ব্যয় করিবে তোমাদের কাহারও মৃত্যু আসিবার পূর্বে। অন্যথায় মৃত্যু আসিলে সে বলিবে, হে আমার পালনকর্তা আরো কিছু কালের অবকাশ দিলে আমি সাদাকা দিতাম এবং সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হইতাম।

وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾

আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়াছি তোমরা তাহা হইতে ব্যয় করিবে তোমাদের কাহারও মৃত্যু আসিবার পূর্বে । অন্যথায় মৃত্যু আসিলে সে বলিবে, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আরও কিছুকালের জন্য অবকাশ দিলে আমি সাদাকা দিতাম এবং সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হইতাম!' সূরা জুময়া ৬৩ঃ ১০

وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْساً إِذَا جَآءَ أَجَلُهَآ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾

কিন্তু যখন কাহারও নির্ধা রিত কাল উপস্থিত হইবে, তখন আলাহ্‌ তাহাকে কিছুতেই অবকাশ দিবেন না । তোমরা যাহা কর আল্লাহ্‌ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত । সূরা জুময়া ৬৩ঃ ১১

To learn more click here

১৬। যে স্বীয় সম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধির জন্য।

ٱلَّذِى يُؤْتِى مَالَهُۥ يَتَزَكَّىٰ ﴿١٨﴾

যে স্বীয় সম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধির জন্য, সূরা আল লাইল ৯২ঃ ১৮

১৭। তাহারা তো আদিষ্ট হইয়াছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া একনিষ্ঠভাবে তাঁহার ইবাদত করিতে এবং সালাত কায়েম করিতে ও যাকাত দিতে, ইহাই সঠিক দীন।

وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

তাহারা তো আদিষ্ট হইয়াছিল আলাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া একনিষ্ঠভাবে তাঁহার 'ইবাদত করিতে এবং সালাত কায়েম করিতে ও যাকাত দিতে, ইহাই সঠিক দীন । সূরা বায়্যিনাহ ৯৮ঃ ৫

<u>বুখারী ২৪/১, ১৩৯৭; মুসলিম ১/৪ হা: ১৪; আহমদ ৫৮৩২</u>

আবু হুরায়রা রা: থেকে বর্ণিত, এক বেদুইন রাসূল সা: এর নিকট এসে বললো, আমাকে এমন একটি আ'মলের কথা বলুন যদি আমি তা সম্পাদন করি তবে জান্নাতে প্রবেশ করবো। রাসূল সা: বললেন, আল্লাহর ইবাদত করবে তাঁর সাথে অপর কোন কিছু শরিক করবে না। ফরজ সালাত আদায় করবে, ফরজ যাকাত প্রদান করবে, রমজান মাসে সিয়াম পালন করবে। সে বললো, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তার শপথ করে বলছি, আমি এর চেয়ে বেশি করবো না, এর চেয়ে কমও করবো না। যখন সে ফিরে গেল, রাসূল সা: বললেন: যে ব্যক্তি কোন জান্নাতি ব্যক্তিকে দেখতে পছন্দ করে সে যেন এই ব্যক্তিকে দেখে নেয়।

<u>বুখারী, মুসলিম শরীফ হাদীস</u>

ইবনে উমার রা: বর্ণনা করেন, রাসূল সা: বলেছেন: ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ। ১। শাহাদাত: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ। ২। সালাত কায়েম করা। ৩। ফরজ যাকাত প্রদান করা। ৪। ফরজ হলে হজ্ব পালন করা। ৫। রমজান মাসে সওম পালন করা।

<u>বুখারি হাদীস</u>

দানশীল ব্যক্তিরাই প্রথমে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

To learn more click here

সহীহ হাদীস

কোন এলাকায় কেউ না খেয়ে মারা গেলে ওই এলাকার সমস্ত লোকেরাই আল্লাহর নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত হবে।

বুখারি হাদীস

হিজরীর প্রথমদিকে মুদার (সৌদি আরাবিয়া) এলাকার দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। রাসূল সা: সেখানে এক বিরাট কাফেলা খাদ্যশস্য সহ পাঠিয়েছিলেন, যদিও ঐ এলাকার লোকেরা তখনও অমুসলিম ছিল।

হাদীসে কুদসি

রাসূল সা: বলেন আল্লাহ বলেছেন: আমি গ্রহণ করব: ১। বিনয়ীদের এবাদত, ২। যে আমার সৃষ্টিদেরকে কষ্ট দেয় না, ৩। যে পাপকার্যে অবিরত লেগে থাকে না, ৪। যে অবিরাম আমাকে স্মরণ করে, ৫। যে গরিব, দুঃখ কষ্টের নিপতিত, সফরকারী, বিধবা, এবং দুর্যোগে আপতিতদের প্রতি সদয় এবং অর্থ ব্যয় করে।

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আসুন, আমরা গরিবের হক যাকাত আদায় করি, এটা ফরজ। অধিকন্তু আমরা বেশী বেশী সাদাকাহ ও ভালো কাজে ব্যয় করি। লোকদেরকে না দেখিয়ে, গোপনে যাকাত, সাদাকা ও ভালো কাজে ব্যয় করা আল্লাহর কাছে বেশি পছন্দনীয়। আপন ভাই-বোন, নিকটাত্মীয় গরীব থাকলে তাদেরকে গোপনে নিজের যাকাত থেকে তাদের অধিকার দিয়ে দেই। বাপ-মা, ছেলে-মেয়েদের কে যাকাত দেয়া যাবে না।

যাকাত, সাদাকাহ আদায় ও ভালো কাজে ব্যয় করলে আল্লাহ তা'আলা আমাদের পাপমোচন করে সওয়াব দান করবেন।

আসুন, আমাদের সম্পদের পরিশুদ্ধির জন্য যাকাত, সাদাকা প্রদান করি এবং বেশি বেশি ভালো কাজে ব্যয় করি। আল্লাহ, আমাদের দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ দান করুন এবং দুনিয়ার বালা মুসিবত থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন।

আমিন।

আসসালামুআলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

To learn more click here